মনের উপর লাগাম

মূল
ইমাম ইবনু কুদামা আল-মাকদিসী (রহ.)
ইমাম ইবনুল জাওযী (রহ.)
ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.)
ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)

সংকলন ও বাংলা রূপায়ন
মহিউদ্দিন রূপম

নীড়পাতা

এক রাজার গল্প ৭

মন এক বিস্ময়কর জগৎ ১৫
- মনের ঘরে ইবলিশি দ্বার ১৬
- নেককাজে মনের দৃঢ়তা ২০
- রকমারি মন ২২

মনের ওপর লাগাম ২৫
- মনের আচারপ্রথা ২৬
- মন সুস্থ তো স্বভাবও সুস্থ ৩০
- মনের অসুখ বোঝার মাইক্রোস্কোপ ৩১
- মনের ক্ষুধা মেটানো ৩৫
- নিখাদ মন ৩৬
- শিশুমনে ঈমানী পরিচর্যা ৪০
- যে মন আখিরাতের সাথে লাগোয়া ৪৪

পেট ও লজ্জাস্থানের মোহভঙ্গ ৪৬
- প্রেমের দাস ৪৯

জিভের আপদ ৫৩
- জিভের দোষ ৫৫
- গীবতের কারণ ও তার প্রতিকার ৬৪
- গীবত ও মন্দ ধারণা ৬৬
- যে গীবতে ছাড় আছে ৬৭
- প্রশ্নের ফাঁদ ৭৬

রাগ ও হিংসা-বিদ্বেষের নিন্দা ৭৭
- রাগ ওঠার কারণ ও তার ওষুধ ৮০
- রাগ হজম ৮৩
- সহনশীলতা ৮৪
- ক্ষমাশীলতা ও দয়া ৮৬
- হিংসা-বিদ্বেষ ৮৮
- হিংসার দ্বার ৯১
- লাগামহীন হিংসা ৯৪

দুনিয়ার নিন্দা ৯৮
- দুনিয়ার আসল রূপ ১০৭
- দুনিয়ার পিছুটান ১০৮

কিপটামি, লোভ, সম্পদের ভালো মন্দ ১১০
- সম্পদ মানেই খারাপ না ১১১
- লোভ-লালসার নিন্দা এবং অল্পে তুষ্টি ও দারিদ্র্যের ফায়দা ১১৫

লোভ-লালসার দাওয়াই ও
তুষ্ট থাকার উপায় ১১৭
সম্পদ হারানো ব্যক্তির তুষ্টি ১১৯
বদান্যতার গল্প ১২০
কিপটামি খাসলতের নিন্দা ১২২
কিপটামির গল্প ১২৪
মানুষকে অগ্রাধিকার দেয়া ১২৪
ব্যয়কুণ্ঠ ও বদান্যতার সীমা ১২৭

খ্যাতির লালসা, লোকদেখানো কাজকারবার ও এগুলোর ওষুধ ১৩০
খ্যাতি ও সম্পদ দুনিয়ার খুঁটি ১৩৩
খ্যাতির মোহ যেভাবে তাড়াবেন ১৩৪
নিন্দার ভয় ১৩৬

রিয়া: লোকদেখানো কাজকারবার ১৩৮
রিয়ার ধ্বংসাত্মক স্তরসমূহ ১৪৩
রিয়া পিপীলিকার চাইতেও অদৃশ্য ১৪৪
রিয়া যখন আমল নষ্টকারী ১৪৭
রিয়া তাড়াবেন যেভাবে ১৪৮
মুমিনের সম্মান: গোপন আমল ১৫১
রিয়ার ভয়ে নেক আমল ছেড়ে দেয়া ১৫২
তাহলে কখন গোপন রাখব আর
কখন প্রকাশ করব? ১৫৩

অহংকার ও আত্মপ্রীতির আপদ ১৫৬
অহংকারের ফাঁদে আলেম-উলামা
ও ইবাদতগুজার বান্দারা ১৫৯
অহংকারের ওষুধ ও বিনয় অর্জন ১৬৩
আত্মপ্রীতি ১৬৮
আত্মপ্রীতির চিকিৎসা ১৬৯

আত্মবিভ্রম : প্রকার ও স্তর ১৭৩
আত্মবিভ্রমের ফাঁদে ১৭৫

যাত্রাদিনের প্রস্তুতি ১৯৮
মনের হিদায়াত ১৯৫
আখিরাতমুখী মন ১৯৬

সালাফকথন ১৯৮
মনীষী পরিচিতি ১৯৯

❀

এক রাজার গল্প

কোনো এক রাজার চার জন স্ত্রী ছিল। চার জনের মধ্যে তিন জনই ছিল বেশ সুন্দরী, গুণবতী। কিন্তু প্রথমজনের অবস্থা বেহাল দশা। এই দিকে শেষ তিন জনের ব্যাপারে রাজা বেশ যত্নশীল হলেও প্রথম জনের বেলায় কেন যেন একদম বেখেয়ালি।

তো একবার রাজার অসুখ হলো। কঠিন অসুখ। যত দিন গড়ায়, ততই দৈন্যদশা। দিনকে দিন এতটাই অবনতির দিকে যেতে থাকল যে, লোকেরা বলাবলি শুরু করল রাজা বুঝি আর বাঁচবেন না। দরবারের সবাই লেগে পড়ল রাজার সেবা শুশ্রূষায়। কেউ মুখে খাবার পানি তুলে দিচ্ছে, কেউ পায়ে মালিশ করছে, কেউ-বা গা টিপে দিচ্ছে, মোটকথা রাজদরবারের সবাই রাজার সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত। কিন্তু এত শান-শওকত, এত অনুসারী ভক্ত, এত বিত্ত-সম্পদ থাকার পরেও সুস্থতার লেশমাত্র দেখা মিলছে না। ক্রমেই নাজুক হচ্ছে পরিস্থিতি।

অবশেষে একদিন সবার আশঙ্কাই ফলল। ডাক্তার রাজাকে দেখে বলে গেলেন, হায়াত আর বেশিদিন নেই। শরীরের অবস্থা বড্ড নাজুক। তিনি আর বাঁচবেন না। তার দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে। ডাক্তারের কথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল রাজার মাথায়। এত বড় রাজ্য থাকার পরেও গোটা দুনিয়া তার কাছে সংকীর্ণ মনে হতে লাগল। যে মানুষটা এতদিন শহরের পর শহর দাপিয়ে বেড়িয়েছে, যার দাপটে শত্রুরা থর থর করে কেঁপেছে, সেই মানুষটাই এখন চার দেয়ালে ঘেরা। এত সৈন্যবাহিনী থাকার পরও সে আজ অসুখের কাছে বন্দী। বিছানা থেকে উঠতে পারছে না। এক গ্লাস পানিও যে নিজ হাতে তুলে খাবে, সেই শক্তিটুকুও নেই। যেন নিতান্ত দুর্বল ছানা। কয়েকদিন পরেই যার নিথর দেহ চাপা পড়বে মাটির নিচে।

এভাবে ক্রমশ মৃত্যুচিন্তা, কবরের নিঃসঙ্গতা মনের আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরল রাজার। আখিরাতের ভয়াল দৃশ্য ভেসে উঠল মনের আকাশে। ভয়ে বিহ্বল হয়ে গেলেন তিনি। মনের এই ভয় দূর করতে ছোট বউকে ডেকে পাঠালেন।

ডাক শুনে ছুটে এল ছোট বউ। চার স্ত্রীর মধ্যে এই জনকে রাজা ভীষণরকম ভালোবাসতেন। একটি নিমেষের জন্যও চোখের আড়ালে রাখতেন না। যখন যা লেগেছে হুকুমের আগেই এনে দিয়েছেন। তার জন্য নিজের গোটা রাজ্যও ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন রাজা। কিন্তু আজ সেই 'প্রেমিক রাজা' মৃত্যু শয্যায় কাতরাচ্ছেন। কাতর কণ্ঠে প্রিয়তমা স্ত্রীকে বলছেন, 'আমার খুব খারাপ লাগছে! খুব ভয় হচ্ছে। এ জগতে আমার কত ক্ষমতা! কত সম্পদ! কোনো কিছুর অভাব ছিল না। কিন্তু ওপারের জীবনে আমি যে সম্পূর্ণ একা! কবরে, হাশরে, আখিরাতের প্রতিটি স্টেশন সম্পূর্ণ একা পার করতে হবে আমার। তাই খুব ভয় হচ্ছে। তুমি কি আমার ওপারের সাথি হবে? যাবে আমার সঙ্গে?'

চতুর্থ স্ত্রীর জবাব, 'মাফ করবেন। আমার পক্ষে এখন মরা সম্ভব না। আমি এখানেই থাকতে চাই। এই শান-শওকত ছেড়ে যেতে পারব না।'

প্রিয়তমার মুখে সরাসরি না-সূচক জবাব আশা করেননি রাজা। তাই কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক হয়ে গেলেন। আসলে নিজের কানকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। যাকে এত ভালোবাসলাম, এত আগলে রাখলাম, সেই মানুষটাই কিনা আমার অন্তিম মুহূর্তে একা ছেড়ে চলে যাচ্ছে! কিন্তু আরও তো দুজন প্রিয় স্ত্রী আছে। তাদের বলে দেখি।

তৃতীয় স্ত্রী এল। চার জন স্ত্রীর মধ্যে এই স্ত্রী আবার রূপের দিক দিয়ে এগিয়ে আছে। সুস্থ থাকাবস্থায় রাজা তাকে নিয়ে বেশ গর্ব করতেন। বিভিন্ন সভা-অনুষ্ঠানে এই স্ত্রীকে পাশে রাখতেন। তো সে এলে তাকেও একই প্রস্তাব দিলেন রাজা। ভাবলেন, সে হয়তো রাজি হবে। তার বাহ্যিক সৌন্দর্যের মতো তার মনটাও যে সফেদ, এর প্রমাণ সবাই পেয়ে যাবে আজ। কিন্তু না, রাজার ভাগ্যে ভিন্ন কিছু লেখা ছিল!

তৃতীয় স্ত্রীও হতাশ করল তাকে। বলল, 'দুঃখিত, আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব না।' তবে এতটুকু বলেই সে ক্ষান্ত হয়নি। সঙ্গে কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়ে বলল, 'আপনি মারা গেলে আমি অন্য কাউকে বিয়ে করে নতুন সংসার পাতব। এই ভরা

যৌবনে আমি বিধবা থাকতে পারব না।'

দ্বিতীয়জন তখন পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। রাজা ছলছল চোখে তার দিকে তাকালেন। এই স্ত্রী আবার বাকিদের মতো এত স্বার্থপর নয়। সুখে-দুখে সব সময় রাজার পাশে ছিল সে। উপদেশ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে হরহামেশা রাজাকে সাহায্য করে এসেছে। প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় দিয়েছে। তাই এটা আশা করা মোটেও অত্যুক্তি হবে না, অন্তত আজকের এই ক্রান্তিকালে সে রাজার সঙ্গ দেবে।

রাজা তাকিয়ে আছেন। দেখছেন কী উত্তর দেয় তৃতীয় প্রিয়তমা। কিন্তু এবারও তার আশায় গুড়েবালি। সে রাজি না। তবে একটা আশার বাণী শোনাল। বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে আখিরাতে যেতে না পারলেও আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করব। আপনার মৃত্যুর পর আপনার সহায়-সম্পদ সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করে দেব। আপনার জন্য দুআ করব, গরিব-মিসকিনদের খাওয়াব। এ ব্যাপারে আপনার কোনো চিন্তা করতে হবে না।'

রাজা যেন হতাশায় মূর্ছা যায়। মৃত্যু-চিন্তার বদলে কাছের মানুষদের অবহেলাই তাকে এখন কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। চোখ গড়িয়ে অশ্রু ঝরছে রাজার। কিন্তু কারও কাছেই সেই অশ্রুর আজ দাম নেই। সুস্থ থাকতে যে রাজার জন্য তারা 'জো হুকুম জাহাঁপনা' আওড়াতো, ক্রান্তিকালে তাদের কাছেই তিনি মূল্যহীন। কারও মুখে কথা নেই। সবাই আজ নিজ নিজ ভাগ নিয়ে ব্যস্ত। রাজার মৃত্যুর পর রাজ্যের কে কোন অংশ নেবে, এই হিসাব কষছে সবাই মনে মনে।

আচানক ঘরের পিনপতন নীরবতা ভেঙে একটি কণ্ঠ ভেসে এল, 'আমি আপনার সঙ্গী হব।'

রাজা মাথা উঠিয়ে তাকালেন। দেখলেন, প্রথম স্ত্রী। সে বলছে, 'আমি আপনার সঙ্গে যাব। আপনার আখিরাতের সঙ্গিনী হব।' রাজা হতবাক। চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'হায়! জীবনভর কাদের মাথায় তুলে রাখলাম আর কাকে অবহেলা করলাম! যে মানুষটাকে সবসময় অবজ্ঞা চোখে দেখেছি, অযত্নে ফেলে রেখেছি, সেই মানুষটাই আজ আমার ওপারের সঙ্গী হতে চাচ্ছে! আফসোস আমার জন্য! আমার তো উচিত ছিল তোমার প্রতিই সব থেকে বেশি যত্নশীল হওয়া!'

পাঠক, ওপরের গল্পটা আপনার কাছে রূপকথার গল্প মনে হতে পারে। কিন্তু

বিশ্বাস করুন, গল্পের এই রাজার মতো আমাদের সবারই একটি রাজ্য আছে। আমরা সেই রাজ্যের রাজা। সেখানে আমাদের চার চার জন স্ত্রী আছে। জানেন তারা কারা?

চতুর্থ স্ত্রীকে দিয়ে শুরু করি। সে হচ্ছে, আমাদের রক্তে-মাংসে গড়া শরীর। হ্যাঁ আমাদের এই শরীর। আমাদের সবচেয়ে প্রিয়জন, ভালোবাসায় যার ঊর্ধ্বে আমরা কাউকেই বসাতে পারি না। তার জন্য সব করতে প্রস্তুত। তাকে সুখী রাখতে, আরাম দিতে কখনো কখনো হালালের সীমা ছাড়িয়ে হারামের দিকে ঝুঁকি। জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি আমরা দেহের যত্নেই নিজেদের উজার করে দিই। কিন্তু এই দেহটাই মৃত্যুর সময় আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ওপারেতে আমাদের সঙ্গী হতে বাধ সাধে। কারণ, মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়াই তার ধর্ম।

তৃতীয় স্ত্রী হচ্ছে, আমাদের শখের চাকরি, আমাদের স্বপ্নের ব্যবসা। যাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি। অন্যদের সামনে বুক চিতিয়ে হাঁটি। কিন্তু এই অর্জনটাও আমাদের ক্রান্তিকালে ধোঁকা দেয়। শুধু বিচ্ছেদের ধোঁকা নয়, মরণমাত্র সে রাজার তৃতীয় স্ত্রীর মতোই নিজেকে অন্যের হাতে সঁপে দেয়। আজ যে চাকরি নিয়ে আপনি অহংকার করছেন, কাল আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার জায়গাতেই আরেকজনকে বসানো হবে। যে ব্যবসা নিয়ে গর্ব করছেন, মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করছেন, সেই ব্যবসাই আপনার মৃত্যুর পর অংশীদারদের মাঝে ভাগ হয়ে যাবে। আপনার চেয়ারটা খালি থাকবে না কখনোই।

দ্বিতীয় স্ত্রী হলো, আমাদের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয় বন্ধুবান্ধব। জীবদ্দশায় তাদের অনেকেই আমাদের পাশে থাকে। রাজার দ্বিতীয় স্ত্রীর মতো তারাও বিপদাপদে, সুখে-দুখে আমাদের সঙ্গী হয়। সেরা বন্ধুর পরিচয় দেয়। কিন্তু তারা আমাদের সঙ্গে ওপারে যেতে অপারগ। যে পরিবার-পরিজনকে ভালো রাখতে আমরা দিবানিশি খাটি, মাথার ঘাম পায়ের ঘাম এক করে তাদের মুখে হাসি ফোটাই, যে বন্ধুদের ছাড়া আমরা 'লাইফটাই ইম্পসিবল' মনে করি, সেই মানুষগুলোই আমাদের মৃত্যুর পর বড়জোর কবর পর্যন্ত যাবে। আমাদের কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করেই দায়িত্ব থেকে অবসর নেবে। এরপর একদিন অন্য মৃতদের মতো তারাও ভুলে যাবে আমাদের কথা। বিশ্বাস করুন, একদিন আপনাকে ছাড়াও পরিবারের মানুষগুলো হাসবে, আপনাকে ছাড়াও বন্ধুদের আড্ডা জমবে। বরং আনন্দ নষ্ট করতে ভুলেও কেউ আপনার নাম নেবে না। এটাই বাস্তবতা। এটাই আমাদের জীবনের সম্পর্কগুলোর আসল চেহারা।

সবশেষে প্রথম স্ত্রী। জানেন সে কে? ভাবুন তো! হ্যাঁ, সে আমাদের রূহ, আমাদের আত্মা। যাকে আমরা সব থেকে বেশি অবহেলা করি। অযত্নে ফেলে রাখি রাত-দিন। রাজার প্রথম স্ত্রীর মতো। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গোটা দুনিয়া যখন আমাদের হাত ছেড়ে দেয়, তখন এই রূহই আমাদের সঙ্গী হয়। আখিরাতে পাড়ি জমায় আমাদের সঙ্গে। যার কথা এক জুমাবার, রমজান, লাইলাতুল কদরের মতো স্পেশাল কোনো ধর্মীয় দিন ছাড়া আমরা ভাবার সময় পাই না, সেই রূহটাই আমাদের সঙ্গী হবে আখিরাতের প্রতিটি স্টেশনে।

রাজার চার স্ত্রীর মধ্যে প্রথম জনই তার আসল সম্বল ছিল। বাকি তিন জন দুনিয়ার ভোগবিলাস মাত্র। আসলে এই দুনিয়াটা হচ্ছে আযীযের স্ত্রী যুলেখার মতো। যে নিজ স্বার্থেই আপনার সামনে নিজেকে মেলে ধরবে। আবার স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে আপনাকেই জেলে পুরবে।

কিন্তু আপনি যদি ইউসুফ (আ.)-এর 'মা'আযাল্লাহ'-কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর করেন, তাহলে সব দরজা তো খুলবেই, সঙ্গে সে লাঞ্ছিত হয়ে আপনার পায়ে পড়বে।

বলতে পারেন, এই মা'আযাল্লাহ কী?

অন্তর থেকে দুনিয়াকে বের করে দেয়া এবং তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। এই আমলই ইউসুফ (আ.)-এর সাফল্যের সূত্র ছিল।

তাই দুনিয়ার নয়, রূহের যত্ন নেওয়া সব থেকে বেশি জরুরি। রূহের সুস্থতাই আসল সুস্থতা। যার রূহ আলো ছড়ায়, তার কবরও আলো ছড়ায়। আখিরাত তার জন্যই সুখের আবাস। জান্নাতের অনাবিল ভুবন তাকেই স্বাগত জানায়। রোজ হাশরের ময়দানে সবাই যখন উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ছুটোছুটি করবে, কাছের মানুষগুলো যখন একে অপরকে দেখামাত্র পালাবে, চোখের মণি মা-বাবা, ভাই-বোন, প্রাণের স্ত্রী-সন্তান সবাই যখন আমাদের ভুলে যাবে, দুশ্চিন্তায়, হতাশায়, আফসোসে চারিদিকে যখন গুমট ভাব বিরাজ করবে, তখন এই সুস্থ আত্মাকেই আল্লাহ ডেকে বলবেন:

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾ وَ ادْخُلِيْ

جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

'হে প্রশান্ত আত্মা, ফিরে এসো তোমার রবের দিকে সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে। তারপর আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও। আর প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।' (সূরা ফাজর, ৮৯: ২৭-৩০)

এই আত্মার যখন অপমৃত্যু হয়, তখন কবরে নেমে আসে আঁধার। হাশরের ময়দান, পুলসিরাত, সবকিছুতে এই আঁধার ছেয়ে যায়। হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়াবার আগে তাই আসুন নিজের হিসাবটা নিজেরাই কষে নিই। শুধরে নিই মনের স্বভাবগুলো, দূর করি তার অসুখগুলো। তাহলেই আত্মা সুস্থ রবে। মিলবে সুন্দর মওত।

মনের সুস্থতার কোনো গ্যারান্টি নেই। কেউ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারবে না, তার মন সব সময় রোগমুক্ত থাকতে পারবে। এ জন্য যারা বলে, 'আত্মশুদ্ধি নিয়ে অনেক বই পড়েছি, এখন নতুন করে কী দরকার!' আসলে এই চিন্তাটাই খোদ একটি অসুখ। মনের কোনো রোগই বলে-কয়ে আসে না। এ জন্য এর চিকিৎসাও আমৃত্যু জারি রাখতে হয়। ইহসানের স্তরে পৌঁছাতে ঘষামাজার কোনো শেষ নেই। রবের দিদার লাভ করার আগ পর্যন্ত মনকে তাই ঘষে যেতে হবে। মনের গাফলতি নিজের অসুস্থতার ব্যাপারেও উদাসীন বানিয়ে রাখে, ভুলিয়ে রাখে। বার বার তাকে স্মরণ করিয়ে না দিলে শেষটা ভালো হওয়া দায়। এ জন্যই আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন: 'মন হচ্ছে (পাখির) পালকের মতো, ধু-ধু মরুতে বাতাস যাকে দিগ্‌বিদিক নিয়ে চলে।'[১]

এটাই মনের প্রকৃতি। এভাবেই সে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। এই অস্থিরতা মনের একটি জটিল দিকমাত্র। এর আরেকটা দিক আছে; তা খুবই জটিল কিন্তু বাস্তব। সেটা হলো ফিতনা, অর্থাৎ পরীক্ষা। হারাম খায়েশ কিন্তু সবার আগে বাসা বাঁধে মনেই। কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই মনে আবির্ভূত হয়। মনের ওপর লাগাম না থাকলে এই ফিতনা থেকে বাঁচা মুশকিল।

একটি সুস্থ মন নিয়ে জান্নাতের স্বপ্নীল ভুবনে যাবার স্বপ্ন যারা দেখেন, সেসব স্বপ্নচারীদের জন্যই আমার এই গ্রন্থনা। 'মনের ওপর লাগাম' বইয়ের প্রথম খণ্ড থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি এই বইটি সংকলন করেছি। ইমাম ইবনুল জাওযীর

১. ইবনু মাজাহ (৮৮); আল-জামিউ আস-সগীর (১/১০৭৮); সহীহ

লেখা 'মনের ওপর লাগাম' বইটি বেশ গভীর এবং সংক্ষেপ ছিল। মনের অসুখগুলো আরও ভালোভাবে, আরও ব্যাখ্যাসহ বুঝতে তাই দ্বিতীয় খণ্ডের অবতারণা। এই বইয়ের সিংহভাগ আলোচনা ইমাম ইবনু কুদামা মাকদিসী (রহিমাহুল্লাহ)-এর বিখ্যাত রচনা 'মুখতাসার মিনহাজিল কাসিদীন' থেকে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কিছু কিছু অনুচ্ছেদ ইবনুল জাওযী, ইবনু তাইমিয়্যাহ ও তাঁর শিষ্য ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুমুল্লাহ)-গণের লেখা দিয়ে সাজিয়েছি। সেগুলো মোটের ওপর ৬টি হবে। এই অনুচ্ছেদগুলোর শেষে পাদটীকায় তাদের নাম ও বইয়ের বিস্তারিত তথ্যসূত্র যুক্ত করে দিয়েছি, যাতে পাঠকের বুঝতে সমস্যা না হয়, কথাগুলো তাদের। তবে বইটির সিংহভাগ আলোচনা যেহেতু ইবনু কুদামা মাকদিসীর, তাই আলাদাভাবে পাদটীকায় তাঁর নাম উল্লেখ করিনি। আশা করি এতে পাঠকের বুঝতে বেগ পেতে হবে না।

অনুবাদের বেলায় আমি বাঙালি পাঠকদের বোঝার সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে বরাবরের মতো ছায়ানুবাদের দিকে হেঁটেছি। আসলে আত্মশুদ্ধি বিষয়টা যতটা না তাত্ত্বিক, তার চাইতে বেশি প্র্যাক্টিকেল। তাই আলোচনাগুলো হৃদয় দিয়ে বোঝা এবং আমল করা জরুরি। অতীত যুগের কঠিন লেখনী স্টাইলকে যদি সমকালীন পাঠকদের আদলে সাজানো না হয়, তাহলে উপকারের চেয়ে অপকারের আশঙ্কাই বেশি। এতে অনুবাদকের পরিশ্রম কয়েকগুণ বেশি হলেও পাঠকরাই ব্যাপকভাবে উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ। আর তারা উপকৃত হলে আমার প্রচেষ্টাও সার্থক।

পরিশেষে রবের নিকট আর্জি জানাই, তিনি যেন আমার এই কাজটি কবুল করে নেন, এর ভেতরে থাকা প্রতিটি উপদেশ সবার আগে আমার জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করেন এবং এই গ্রন্থ দ্বারা কেউ উপকৃত হলে আমাকে যেন এর উছিলায় কাল হাশরের ময়দানে মাফ করে দেন। আর বইটি প্রকাশের সাথে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তি, বিশেষ করে নিজের প্রাপ্য সময় ও অনুপ্রেরণা দিয়ে সহায়তাকারিণী আমার প্রিয় আহলিয়া, আমার চোখের মণি, আমার দুই মেয়ে—সবাইকে কিয়ামতের দিন রবের ছায়ায় আশ্রয় দান করুন।

মহিউদ্দিন রূপম
২৩ জানুয়ারি, ২০২২ ইং
রবিবার, দুপুর ১টা
mohiuddinrupom1415@gmail.com